REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪০ ইংরাজী 24th May 1933 | ২য় সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১।৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটি, বণ্টু, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা বড়বাজার।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৩৭ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এল, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুয়ং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪০ সাল।

দুর্ভিক্ষ।

জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার কতকাংশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। গত ২১শে মে রবিবার বৈকালে স্থানীয় সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রকুমার সেন মহোদয় এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় সাগরদীঘি থানার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে কি ভাবে সাহায্য করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা হয়। জঙ্গিপুর রিলিফ কমিটী নামে এক কমিটী গঠিত হয় এবং সভাস্থ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য আমাদের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর খুব চেষ্টা করিতেছেন। আশা করি জঙ্গিপুর মহকুমার অধিবাসিগণ প্রত্যেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সাহায্যে বিমুখ হইবেন না।

আনন্দ সংবাদ।

গোরাবাজারের বাবু শশাঙ্কশেখর সান্যাল (সম্বল বাবু) মহাশয়ের পেটের মধ্যে বাঁধান দাঁত যাওয়ায় তিনি মেডিক্যাল হাসপাতালে গিয়াছিলেন, তথায় দাঁত মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যাওয়ায় সম্বল বাবু সুস্থ শরীরে প্রত্যাগমন করিয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার আরোগ্য সংবাদে আমরা আনন্দলাভ করিলাম।

হার চুরিতে ২২ মাস।

ননীগোপাল দাস নামক একজন দাগী বহরমপুর জেল হইতে বাহির হওয়ার কয়েকদিন পরেই জেলের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কন্যার গলা হইতে জেলথানার নিকটে হার চুরি করা অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহার ২২ মাস কারাবাস হইয়াছে। লোকটার সাহস কম নয়!

গাছ হইতে পড়িয়া মৃত্যু।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ বহরমপুরের ধর্ম্মদাস প্রামাণিক প্রাতঃকালে বহরমপুরের ৺বাবু বিষ্ণুচরণ সেন জমিদার মহাশয়ের বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া একটী চাঁপা গাছে উঠিয়া চাঁপা ফুল পাড়িবার সময় গাছ হইতে নীচে পড়িয়া যায়। তাহাতে তাহার মাথায় এবং বাম হাতে বিলক্ষণ আঘাত লাগে। মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায় ও রক্তস্রাব হইতে থাকে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। সে অজ্ঞান অবস্থায় তৎপরদিবস বেলা প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভবিতব্য খণ্ডন করা কঠিন।

পরলোকে রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া।

গত ১৮ই মে প্রাতঃকালে আজিমগঞ্জের রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া বাহাদুর তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ছয় মাস যাবত তিনি হৃদ্‌রোগ ও গলপ্রদাহে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার দুইটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র বর্ত্তমান।

আমাকে হত্যা করে নাই।

আদালতে নিহত ব্যক্তির সাক্ষ্যদান।

নাগপুর, ১৬ই মে

লিবার্টির সংবাদদাতা এক মজার সংবাদ দিয়াছেন। তাহার বিবরণে প্রকাশ, গোণ্ডিয়ার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের দুইজন বাসিন্দা নিকটস্থ এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যায়। কিন্তু তন্মধ্যে এক ব্যক্তি গ্রামে ফিরিয়া আসিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া গ্রামবাসীরা পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করে যে, দাদুই তাহার নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু লাহুকে হত্যা করিয়াছে। দাদুর বিচার-কালে হঠাৎ লাহু আদালতে হাজির হইয়া বলে "আমি লাহু—দাদু আমাকে হত্যা করে নাই।" ম্যাজিষ্ট্রেট উহার কথা বিশ্বাস না করিয়া সনাক্তের জন্য লাহুর আত্মীয় স্বজনকে ডাকেন। লাহু বলে যে, নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ সে কার্য্যান্তরে আকোলা জিলার একটী গ্রামে যায় এবং তথা হইতে তাহার বন্ধুর এই বিপদ শুনিয়া ছুটিয়া আসে।

গুরুমারা ছাত্র।

শিক্ষককে মারাত্মকভাবে জখম।

পাঁচমারী, ১৪ই মে

গত ১৩ই মে তারিখ বিন্দোয়ারা হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষক উক্ত স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করিতেছিলেন। ফল ঘোষিত হইলে জনৈক ছাত্র তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার গলায় ছুরি মারে। শিক্ষক মহাশয় মারাত্মকভাবে জখম হইয়াছেন; তাঁহাকে মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ছাত্রটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড।

স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি।

বাঙ্গালায় স্বায়ত্ত-শাসনের সর্ব্বনিম্ন স্তর—ইউনিয়ন বোর্ড। ইহাই ভিত্তি এবং এই ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয়, তবে ইহার উপর যে গৃহ গঠিত হইবে, তাহা কখন স্থায়ী হইবে না। অথচ ইহার সম্বন্ধেই দেশে ভ্রান্ত ধারণা ছিল—এখনও যে নাই, এমন বলা যায় না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, যখন বাঙ্গালা সরকার ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালার গ্রামবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধা দিতে আরম্ভ করেন, তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছে এবং ভালমন্দ বিচার না করিয়া সব সরকারী প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিবার জন্য নেতারা লোককে বলিতেছেন। তাঁহারা তখন শাসন-সংস্কার দেশের লোকের উপযোগী নহে বলিয়া শাসনের কল অচল করিবার জন্য ব্যস্ত; আবার তাঁহাদের অনেকেই পল্লীগ্রামের অবস্থা জানেন না, কাজেই তাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ড কি, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইয়াছিলেন কি না—সন্দেহ। নহিলে যাঁহারা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করায় সরকারকে দোষ দেন, তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনের এই প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ ত্যাগ করিবার জন্য লোককে কেন আহ্বান করিলেন? যাঁহারা বলিয়া আসিয়াছেন, ইরাজ-শাসন এদেশে পুরাতন গ্রাম্যমণ্ডলীগুলি নষ্ট করিয়া গ্রামের লোকের স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালনের অভ্যাস নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাঁহারাই তাঁহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালনের ক্ষমতা দিবার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ, তাঁহারা বলিতেন, ইংরাজ সরকার যাহা দিতেছেন তাহাই অনিষ্টকর। কিন্তু যে আইনের বলে বঙ্গদেশে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় সেই আইন যখন ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়, তখন সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী যথার্থই বলিয়াছিলেন—"স্বায়ত্ত-শাসন বলিতে আমরা যে যাহাই কেন বুঝি না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এই আইন স্বায়ত্ত শাসনের প্রথম সোপান।" এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে সরকারের নীতি আলোচনা করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন।

এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই দূরদর্শী ইংরাজ শাসকরা দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই জন্য প্রথম বিস্তৃতভাবে আইন হয়। তাহার পর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণের সরকার সে বিষয়ে দেশবাসীর অধিকার আরও বাড়াইয়া দেন। যে সব ব্যাপার সরকারী কর্ম্মচারিদিগের হাতে রাখা শাসনের সুবিধার জন্যও প্রয়োজন নহে, যাহাতে দেশের লোক সে সব ব্যাপারে স্বায়ত্ত শাসনশীল হইয়া আপনারা কাজ চালাইতে অভ্যাস করিতে পারে, তাহাই সরকারের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল। যাহাতে দেশবাসীরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে, সে সব প্রতিষ্ঠানে সরকারী কর্ত্তৃত্ব কমিয়া যায় ও সে সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থা সভ্যদিগের হাতেই থাকে, তাহারই জন্য আইন করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান। কিরূপে এই সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সরকার ক্রমে ক্রমে দেশের লোককে স্থানীয় ব্যাপারে অধিক অধিকার দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সরকার দেশের লোককে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত-শাসনের ভার লইবার জন্য আগ্রহশীল করিতেছিলেন।

যাঁহারা মনে করেন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে লোককে স্বায়ত্ত-শাসন দিলে দেশের লোককে কোন উল্লেখযোগ্য অধিকার প্রদান করা হয় না, তাঁহারা ভুল বুঝেন। যেমন জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না, তেমনই প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনে অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে লোক শেষে দেশের শাসন-কার্য্যের ভার লইতে পারে না। সকল স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশেই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি লোকের শাসন-কার্য্য পরিচালনের শিক্ষাক্ষেত্র বলিয়া মনে করা হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড।

সে কালে এদেশে যে পঞ্চায়েৎ ছিল, তাহাতে গ্রামের মণ্ডলরা একসঙ্গে বসিয়া গ্রামের কাজের ব্যবস্থা করিতেন বটে, কিন্তু আইনতঃ তাঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। যখন ইংরাজ এদেশে পঞ্চায়েৎ প্রথা পুনরায় প্রচলিত করেন, তখনও পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ইহাতে যে সব গ্রাম লইয়া এক একটী বোর্ড গঠিত হয়, সে সব গ্রামের লোককে প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইউনিয়ন বোর্ডের যে সব ক্ষমতা আছে লোক্যাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডেরও সে সব ক্ষমতা নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই যে, জিলা বোর্ডও ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া তাহা আদায় করিতে পারেন না, সে ক্ষমতা জিলা বোর্ডের নাই। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ড তাহা করিতে পারেন। এ ক্ষমতা সামান্য নহে। ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়নের চৌকিদার ও দফাদারের মাহিনা ও পোষাকের খরচ প্রভৃতি বাবদেই যে কেবল ট্যাক্স আদায় করেন, তাহা নহে; ইউনিয়নের উন্নতিকর কাজের জন্য ট্যাক্স আদায় করিয়া সেই টাকায় ঐ সব কাজ করিবার অধিকারও বোর্ডের আছে। বোর্ড যে পরিমাণ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া আদায় করিতে পারেন, সেই পরিমাণে ইউনিয়নের লোকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য কাজ করা যায়। যে সময় মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে এদেশের লোককে দেশের শাসনকার্য্যে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেই সময়েই ইউনিয়ন বোর্ড আরম্ভ করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের দৃঢ় ভিত্তির উপর এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কখন দুর্ব্বল হইবে না।

ক্রমশঃ।

রূপ ও গুণের তারতম্য

ফুল।

কোথা পেলি ওরে ফুল, এত রূপরাশি
এ সুগন্ধ, এত মধু, মুখভরা হাসি।
ধরেনা অধরে যেন আধার ছাপিয়া যায়
মধুগন্ধ গন্ধবহ বহি ধীরে ধীরে ধায়।
গুঞ্জরিয়া ভৃঙ্গ সদা আকুল পরাণে ছুটে
তুইত চাস্‌না তারে, তাও তোর পদে লুটে।
শুধু নহে রূপ, রস গন্ধ আছে তাই
সর্ব্বোপরি মধু আছে তাইত সে যায় ?
নতুবা কি শুধু রূপে এত সমাদর
হইত রে ফুল তোর, যে'ত মধুকর
হইত রূপজ মোহে আকৃষ্ট এ রূপে
হ'ত অন্ধ রসহীন তোর রূপ কূপে ?
রূপ, গুণ, গন্ধ, মধু আছে বলে তাই
ওরে ফুল তোর ঠাঁই দেবের মাথায়।
কিন্তু যারা গুণহীন, রূপেরই কেবল
অহঙ্কারে কম্পমান করে ধরাতল
তারা কি বুঝিবে ওরে প্রিয়তম ফুল
গুণহীন রূপ নহে সমাদর মূল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ
ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি
৸০ বার আনা।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।
মূল্য ৪ আঃ শিশি ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতর আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

জালিয়াতের
শাস্তি।

জবাকুসুমের ৫০ বৎসরের সুনাম ভাঙ্গাইয়া ব্যবসা করিবার অভিপ্রায়ে তিনকড়ি মল্লিক নামে এক ব্যক্তি জাল জবাকুসুম ও অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুত করিত। আমাদের সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের চেষ্টায় বামাল সমেত ধৃত হওয়ায় ১৯৩৩ সালের ১৮ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে সে দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাস ও ৩০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বগুড়ার মির্জাফরআলি তালুকদার ও আসরফ আলি ঐ জাল জবাকুসুম খরিদ করায় প্রত্যেকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে অজানিত দোকানদারের নিকট জবাকুসুম ক্রয় করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা বহুদিন হইতে জবাকুসুম ও সুরবল্লীকষায় ব্যবহার করিতেছেন তাঁহাদের কোনরূপ সন্দেহ হইলে দোকানদারের রসিদ লইয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়া প্রতারকদিগকে শাস্তি দিবার সাহায্য করিবেন। জালিয়াতের শাস্তি হইলে সংবাদদাতাকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইহাই আমাদের নিবেদন!

সি, কে, সেন
২৯ নং কলু

[ব]ঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

চাঁদমার্কা পাঁচন

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নূতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পারবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট :—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

যে যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে
তন্মধ্যে দুইটী জিনিষ উল্লেখ করা হইল

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা :—ইহার নামটিও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন এবং পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সুতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। মূল্য ১৬ বটিকার এক কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

২। অমৃতার্ণব অবলেহ :—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। দেহকে বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাস করে এবং স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

— ১৯৩২-৩৩ সালে —

এক কোটী দুই লক্ষ টাকার
জীবনবীমা সম্পাদিত হওয়াতে

চারি বৎসরে উপর্য্যুপরি চতুর্থবার ভারতের বীমাজগতে প্রাথমিক বীমার কাজে নিউ ইণ্ডিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জীবনবীমা বিভাগের প্রবর্ত্তনা হয় ১৯২৯ সালে। তদবধি প্রাথমিক বীমার কাজ প্রথম বৎসরে ৩৯ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ৭১ লক্ষ টাকা, তৃতীয় বৎসরে ৮৮ লক্ষ টাকা এবং চতুর্থ বৎসরে ১ কোটী ২ লক্ষ টাকা। অপর যে কোনও ভারতীয় কোম্পানীর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বৎসরের কাজের পরিমাণ হইতে বেশী।

অগ্নিবীমা, নৌবীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতিতেও ১৯৩২-৩৩ সালে আশাতীত সাফল্য লাভ হইয়াছে। এই প্রগতিশীল ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা করিয়া এক সঙ্গে দেশপ্রীতি এবং ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় দিন।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।
১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, — কলিকাতা।

...নিক রবার দ্রব্য।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত
ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

...ষধ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া ...গী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ... হয় নাই। যে অঙ্গে যত ... সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে ... হয়, পুনরাক্রমণের ... ঔষধে কোন ... মূল্য তৈল

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৮০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কণ্টিক্স
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্ত শ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেণ্টস্—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা।

সন ১৩৪০ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।